ভুল্‌কাগড়ের রক্ষী

শক্তি সেনগুপ্ত

।। এক ।।

ছাঁচতলার নিচে পা দুটো মুড়ে, এই সাত সকালেই মুখ ব্যাজার করে বসে আছে বাঘু মুর্মু। ওর বেটা দুখিয়ার বৌ মুংলী বাছুর বাঁধতে এসে আড়চোখেশ্বশুরের মুখের চেহারা দেখে আড়ালে একটু মুচকি হাসল। বুড়োর যত বাতিক, জঙ্গলের গাছ কেটে লরি বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছে দেখে বুড়োর যত রাগ। লোকে পয়সা দিয়ে গাছ কিনছেকেটে নিয়ে যাবে না তো কি অমনি রেখে দেবে? এতে রাগের কি আছে?

একটা এনামেলের বাটিতে এক বাটি হাঁড়িয়া আর একটা শালপাতায় একটু কুমড়ো শাক সেদ্ধ এনে নামিয়ে রাখল বুড়ো পাশে। বাঘু বুড়ো ঘাড় ফিরিয়ে সেটুকু দেখেই আবার যেমনকার তেমনি।

দুনিয়ার ছেলে পটা কোথায় যেন গেছল, ছুটতে ছুটতে এসে দাদুর মেজাজের তোয়াক্কা না করেই বুড়োর কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে বললে---

---মাহাতোরা লদীতে হাওয়া জাল পেতেছে।

---পাতুক, তোর কি ?

---এত বড় বড় মিড়িক মাছ পড়ছে, কেউ কুথ্‌থাও নাই।

মাছের গন্ধে বুড়ো চনমনিয়ে উঠল, ---সড়কি দুটা বের করত।

হাত বাড়িয়ে হাঁড়িয়াটুকু এক চুমুকে শেষ করে, চোখ বুজে কুমড়োশাকটুকু আলগোছে মুখে ফেলে চোখ খুলতেই দ্যাখে তার ব্যাটা দুখিয়া তার সামনে দাঁড়িয়ে।

---আপিসে চল, বাবু ডাকছে।

---কেনে? আমিযাব কেনে? তুর আপিসে আমার কি?

---কলকাতা থিকে তিনটে বাবু আইচে, তুর সঙ্গে কথা বুলবেক।

---কেনে? আমার সঙ্গে কিসের কথা? আমি কি চুরি করেছি? আমি যাব নাই, আমার কাজ আছে সিখানেযাচ্ছি।

---চল্‌ না কেনে একবার, তোকে খুঁজছে, আমাকে ডাকতে পাঠাল।

---কেনে? আমাকে খুঁজছে কেনে? কি করতে হবেক কি?

---সেই ভুল্‌কা গড়ের খবর শুধাবেক। বিট বাবু বলেছে তুই ছাড়া ভুল্‌কাগড়ের খবর আর কেই জানে নাই।

ভুলকাগড়ের কথা শুনে বাঘুর মেজাজটা আবার বিগড়ে গেল। উশালারা ভুলকাগড় দিয়ে কি করবেক ? লড়াই করবেক ? বলে দে আমি কিছু জানি নাই।

---আমি অত বিত্তান্ত বলতে লাইরব। তোকে ডাকতে পাঠাল তাই আইলম। তু না যাবি, না যাবি।

।। দুই ।।

দুখিয়া এই মহাদেবসিনান বনের সামান্য একজন বনরক্ষী। সত্যিই তার পক্ষে এত বৃত্তান্ত বলা মুস্কিল। আসলে ব্যাপারটা

হল কলকাতার একটি বেশ বড় - সড় পত্রিকার একজন বিশিষ্ট রিপোর্টার এই ভুলকাগড়ের খবর পেয়েছেন। চুয়াড় বিদ্রোহের সময় এই মহাদেবসিনান, মুচিকাটা সুতান এইসব গভীর অরণ্য অঞ্চলে, কাঁসাই কুলিয়া খয়রা ও বাইরীরা অরণ্যবাসী সাঁওতালদের সহায়তায় এক দুধর্ষ গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলে। এই অঞ্চলেরই কোথাও এক প্রকাণ্ড পাথরের তলায় এক বিশাল সুড়ঙ্গ আবিস্কার করে, সেই সুড়ঙ্গকে তারা দুর্গ বা গড় হিসাবে ব্যবহার করত। এই গড় এতই সুরক্ষিত ও দুর্গম ছিল যে ইংরেজ সশস্ত্র বাহিনী এই গড়ের কোন সন্ধান করতে তো পারেইনি, উপরন্তু যখনই এই গড়ের চারপাশ দিয়ে সৈন্যদল গেছে, বিদ্রোহীদের তীরে তারা প্রায় সম্পূর্ণ পরাস্ত ও আহতহয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে। চুয়াড় বিদ্রোহ দমনের পরেও অনেক সন্ধান করেও ইংরেজ সরকার এই ভুল্‌কা গড়ের কোন হদিশ করতে পারেনি।
স্থানীয় এক জৈন সন্ন্যাসীর প্রতিবেদন অনুযায়ী ভুল্‌কা গড়ের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ এই রকম ঃ- ....“এই সুরক্ষিত দুর্গটি খাতড়া হইতে রানিবাঁধ যাইবার পথে মহাদেবসিনান নামক এক দুর্গম জঙ্গলের ভিতর অবস্থিত। প্রকাণ্ড একখণ্ড পাথরের উপরমুখে একটি চতুস্কোণাকৃতি প্রস্তর খণ্ড ঢাকা সুড়ঙ্গ মুখ। পাথরটি সরাইলেই একটি ঢালু মসৃণ পথ সুড়ঙ্গের ভিতর নামিয়া গিয়াছে। ভিতরে অনেকখানি প্রশস্ত স্থান, মাথা সোজা রাখিয়াই দাঁড়ানো যায়, এবং একসঙ্গে প্রায় শতাধিক মানুষ প্রবেশ করিতে পারে। উপরে পাথর প্রায় ছাদের মত পাথর ও মাটির সংযোগস্থলে অনেকগুলি ছিদ্রপথ দিয়ে বাহিরের সবকিছু লক্ষ করা যায় বা তীর নিক্ষেপ করা চলে। এই বিশাল প্রস্তরটির বহির্দেশ এমন ঘন জঙ্গল ও অন্যান্য প্রস্থরখণ্ডে ঢাকা যে বাহির হইতে প্রায় কিছুই বোঝা যায় না। এটি আদিম কৌম জনজাতির অত্যন্ত প্রাচীন দেবস্থান এবং সর্বদাই সুরক্ষিত, বিধর্মীরা এর ধারে কাছেও যাবার সাহস পায় না। আঞ্চলিক ভাষায় সুড়ঙ্গ বা গর্তকে ভুলুক বলা হয়। সুরঙ্গের গড় এই অর্থে ইহা ভুলুকাগড় বা ভুল্‌কাগড় নামে পরিচিত।গড়ের ভূমিতল শক্ত পাথরের উপর প্রতিষ্ঠিত ও বেশ ঢালু বলিয়া বন্যার জল প্রবেশ করিলেও দাঁড়াইতে পায় না।”
কলকাতা থেকে সব প্রতিনিধি বাবুরা এই ভুল্‌কাগড়ের সন্ধানে এসেছেন তাঁরাও কিছু কম কাঠ খড় পোড়াননি। তাঁরা নিজস্ব পরিচয় পত্র ছাড়াও, বনমন্ত্রীর সার্টিফিকেট, ডি এফ ও-র চিঠি, এ আই আই এর রোড ম্যাপ, গোটা তিনেক ক্যামেরা (তার মধ্যে একটা মুভি) ক্যাসেট রেকর্ডার, একটা তাঁবু এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কঠিন, বায়বীয় ও তরল পদার্থের প্রচুর যোগাড় যন্ত্র নিয়ে মুকুটমণিপুরের সেচভবনে উঠেছেন গতকাল সন্ধ্যায়। আজ সকালে কংসাবতী জলাধারে নৌকা বিহারের পর ব্রেকফাস্টের সময় খাতড়া অম্বিকারণগরও কংসাবতী অফিসের বহু গণ্যমান্য মানুষজনকে ডেকে তাঁদের এই অভিযানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন।
তাঁরা বলতে চেয়েছেন যে চুয়াড় বিদ্রোহের পরেও এই সুরক্ষিত সুড়ঙ্গ বিভিন্ন সময়ে বিপ্লবী বা বিদ্রোহীদের আত্মগোপন করতে সাহায্য করেছে এই অরণ্য অঞ্চলের কিছুটা দূরেই ছেঁদাপাথর এলাকার একটা গোপন জায়গায় শহীদ ক্ষুদিরাম ও তার সহকর্মীদের বোমা তৈরি ও অস্ত্রশিক্ষার গুপ্ত অনুশীলন কেন্দ্র ছিল। অম্বিকাগররাজ রাইচরণ ধবলদেব ছিলেন তাঁর প্রধান সহায়। বহুবার হানা দিয়েও ইংরেজ পুলিশ তাঁকে ধরতে পারেন নি। সারা অরণ্য চিণি তল্লাসী করেও তাঁকে খুঁজে পাওয়া যেত না। এই কিছুদিন আগেও কুমারী জলাধারের কিছু উদ্বাস্ত সাঁওতালবিদ্রোহীকে পুলিশ কোন মতেই খুঁজে বের করতে পারে নি। আরও ছোট খাট নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বিশ্বাস এই প্রাচীন গড়টি নিশ্চয়ই এখনো আছে, এবং নানা বিপ্লবের স্মৃতিচিহ্নবাহী এই গড়, আজ এক মূল্যবান প্রত্নবস্তু। এর সুরক্ষা ও সংরক্ষণ প্রয়োজন, এই বিষয়ে আলোকপাত করার জন্যই তাদের এই অভিযান।

।। তিন ।।

বাঘুবুড়া এল না দেখে বিট অফিসার কার্তিক মণ্ডল বেশ বিরক্ত হলেন। এই অরণ্য অঞ্চলে তিনি কাউকে ডাকলে সে আসবে না, সে তিনি ভাবতেই পারেন না। বিশেষত কলকাতার এই সব বড় বড় মানুষের সামনে তার মান সম্মান বলে আর কিছু রইল না। ভয়ঙ্কর চটে উঠে বললেন, আসবে না মানে, মজা নাকি ? আমি দরকারে ডেকে পাঠিয়েছি, আসবে না কি আবার, তুই আবার যা, আমার নাম করে বলবি--- না এলে কিন্তু খুব খারাপ হবে বলে দিচ্ছি।
----বাঘু! ওঃ আজ কি মাছটাই খাওয়ালে। হেউ রকম পাকা মাছ, আমি লদীধারে এ্যাদ্দিন আছি চোখেও দেখিনি। কি করে ধরলে বল দেখি?

বাঘুর মুখে কোন কথা নাই, চেলাটেরর তকলি ঘুরছে তো ঘুরাচ্ছেই। দুখিয়া ততক্ষণে তাড়াতাড়ি দুটো খাটিয়া এনে উঠানে পেতে ফেলেছে। শশব্যস্ত হয়ে বসাচ্ছে সবাইকে। রিপোর্টারদের একজন ইতিমধ্যে বিভিন্ন এ্যাঙ্গেল থেকে বাঘুর ছবি তুলতে শু করেছে। বাঘুর কোন ভ্রুক্ষেপ নাই, মস্ত ভি. আই. পির মতো সে ভাবলেশহীন মুখে হাতের কাজ করে চলেছে। কেবল দুখিয়া তাড়াতাড়ি তার বৌটাকে গোয়ালঘরে ঠেলে পাঠিয়ে দিচ্ছে, যাতে তার ছবি না উঠে যায়। তার এখন আটমাস চলছে এই অবস্থায় যদি ফটক উঠে যায় সে ভারি লজ্জার ব্যাপার।

মন্ডলবাবু ব্যাগ থেকে দু - বোতল মদ বের করে আর সাইকেলের হ্যান্ডেল থেকে পাঁ বাঁধা একটা মুরগী খুলে নিয়ে, বাঘুর পাশটিতে রাখলেন। বললেন বাঘু ---তুমি আমার অতিথ্কে এমন সুন্দর মাছ খাওয়ালে, তাই তুমাররাতের ব্যবস্থাটা আমিই করলাম। কিন্তু বাঘু তুমার ঘরে আমরা আইল, আর তুমি আমাদের দিকে ডাইলছই নাই,রাতক্ কাছড় নাই। ইটচা কি মড়লের মতন ব্যাভার হল ?

মন্ডল মশাই -এর মোক্ষম প্রচেষ্টায় বাঘুর মুখে কথা ফুটল - বলল, হঁ বাবু আপনারা আমার ঘরে আইছ - খুব ভাল, ঘরে ফল পাকড় যা আছে, তালশাঁস, আম, জাম, খেজুর, এইসব খাও। এ দুখ্যা --- তালশাঁস কাট দিকি বাপ কচি পারা, বাবুদের খাঁওয়াই দিই, আর তুমরা যখন কুঁকড়া মদ আনেছ, রাইতে এইখানেই খাতে হবেক। খাও, দাও, লাচ গান কর। কিন্তুক বাবু একটি কথা - ভুলুকের কথা আমাকে কিন্তুক শুধাস না -- ভুলকাগড় কুথায় আমিজানি নাই - ব্যাস।

বাঘুর কথার ধরনে রিপোর্টাররা হো হো হেসে ওঠে।

সেনসাহেব একটু চাপা গলায় ইংরেজীতে মণ্ডল বাবুকে যা বললেন তার বাংলা হল--- বুড়োকে তার ভিটেয় বসে রাজি করানো যাবেনা - বন অফিসে নিয়ে চলুন - চেয়ারে বসান, খাওয়া দাওয়া হোক - নেশা হোক- তখন দেখবেন সব বলবে।

বিট অফিসার বোস উঠে বাঘুর পাশাটিতে গিয়ে বসলেন। বললেন, ভুলুকের কথা নাই বললে আরো তো কথা তুমি জানো। বাবুরা সে সব কথা শুনবেক তুমার কাছে, তুমি চলো তো বাপ আমার সঙ্গে উখ্যানে আমরা জাঁকাই বসবো গান হবেক গল্প হবেক, চলো---

---যা না কেনে বাবুরা এতে করে বলছে। দুখিয়া সাহায্য করতে চায় তার বাবুকে।

---যাব? উঠে দাঁড়ায় বাঘু, - নাতিকে খোঁজে, চোখাচোখি হয় নাতির সঙ্গে। বোতল দুটো আর কাঁকড়াটা তুলে নেয়। উখানে যখন যাচ্ছি - উখানেই খাওয়া দাওয়া হবেক।

বনবাংলায় সারাটা সন্ধ্যা খাওয়া দাওয়ার ফাঁকে রিপোর্টাররা বাঘুকে বুঝিয়েছে ভুলকাগড়ের মূল্য, পর্যটকের দৃষ্টিভঙ্গিতে এর গুত্ব, আঞ্চলিক মানচিত্রে এর আকর্ষণ ইত্যাদি বেশ বড়ো সড়ো কথাবার্তা - অমরত্ব লোভীদের তালিকায় বাঘুর নাম কে চিহিত করার চেষ্টাও চালালো তারা কিন্তু বাঘু বলেছে সে শুধু ভুলকাগড়ের গল্প শুনেছে। কোনদিন দেখে নাই, বোধহয় বানের জলে বালি চাপা পড়ে ভুলুক বন্ধ হয়ে গেছে, থাকলে সে একদিন না একদিন দেখতে পেতই। তারপর একসময় তাদের সমস্ত চেষ্টায় জল ঢেলে দিয়ে টলতে টলতে বাড়ি ফিরে গেছে সে।

সুহাস যেন হতাশ হয়ে বললেন-- মণ্ডলবাবু আপনার কি মনে হয় এই গড়ের আর কোন অস্তিত্ব নেই? আর থাকলে সত্যিই কি বাঘু সর্দার এই গড়ের খবর জানে না?

---অসম্ভব। নিশ্চই জানে ও, এখানের সাঁংওতালদের যত হুলের পরামর্শ সব ওর বাড়িতে। যদি ভুলুকগড় নাই থাকে তবে এখান দিয়ে যেদিন শিকারে বের হয় এত অস্ত্র শস্ত্র বের হয় কোথা থেকে ? সাঁওতালদের বাড়িতে তো অস্ত্র শস্ত্র থাকে না।

---সে যাই হোক আমাদের তো খালি হাতেই ফিরতে হচ্ছে আপনি তো পারলেন না বাগে আনতে। আমাদের এত চেষ্টা সবই বিফলে গেল।

---আমার হাতে আর একটি অস্ত্র আছে, সেটি ব্যর্থ হলে আর কিছু করার নেই স্যার। দাঁড়ান আমি আসছি একটু।

দুখিয়া বারান্দায় বলেছিল, তাকে ডেকে নিয়ে এল তার নিজের শোবার ঘরে।

---দুখিয়া বড় বিপদে পড়েছি রে। স্বয়ং বনমন্ত্রী, পি সি সি এফ, এঁরা সব এঁদের হাতে চিঠি দিয়ে বলে দিয়েছে ভুলকাগড় দেখিয়ে দিতে। এরা সব গরমেন্টের লোক, যে কাজ করতে এসেছে, সে কাজ না করে ফিরে গেলে আমাদের নামে যা তা রিপোর্ট দিয়ে দেবে। গরমেন্টের কাজে বাধা দেবার জন্য আমাদের চাকরি তো যাবেই, জেলও হতে পারে। সরকারে যখন জানতে পারবে তোর বাপ জেনেশুনে মিথ্যাকথা বলেছে গড় দেখিয়ে দেয়নি, তোর চাকরি যাবেকই। এখনও যদি বাঁচতে চ

াস, বাপকে বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজি কর। ভুলকাগড় দেখিয়ে দিতে বল, আর নইলে বাপ সোজা কথা তোকে বলে দিচ্ছি ক াল থেকে আর কাজে আসিস না।

বাড়িতে গিয়ে বাপের সঙ্গে সারারাত ঝগড়া করেছে দুখিয়া। কি হবেক উটা দেখিয়ে দিলে। বনটা যদি সরকারের হয় তো সরকারের জিনিস। কি আছে উটাতে ? সোনা রূপা কিছুই তো নাই। একটা পাথর আর তার তলায়একটা ফোকর, দেখ াল তো কি হবেক। লড়াই করার জায়গা, ত-লড়াই করব কেনে? চাকরি করে খাচ্ছি, চাকরি করব। বিট বাবু বলেছে উটা তুই যদি না দেখাই দিস আমার তা হলে কাল থেকে চাকরি নাই। তাহলে কি কইরব? জানি না যে চাষ করে খাব। পটা কে ইস্কুলে পাঠাতে হবেক, আর একটা আসছে, চাকরি গেলে এখন আমরা যাব কুথায় ?
তুই কি চাস একটা লুকোবার জায়গার জন্য তোর বেটা বৌ লাতি ভিক্ষা করে খাবে ?
দুখিয়ার সঙ্গে সামনে সায় দিয়ে গেছে ওর বৌটাও। বলেছে তুই আর কদিন বাঁচবি। তুই মরে গেলে কেউ না কেউ উটা দেখিয়ে দিবেকই। আর তোর জন্য আমরা না খেয়ে মরব?
সারারাত তাদের এই ঝগড়াঝাটির জন্য ঘুমোতে পারেনি পটা। শুয়ে শুয়ে তাদের সব কথা শুনছে।
শেষ পর্যন্ত পারল না বুড়ো প্রতিরোধ করতে। বলল --- কাল সকালে যাব ভুলকাগড় দেখাই দিব। তাতে যদি তুদের ভাল হয় তাই হবেক।
।। পাঁচ ।।
গভীর অরণ্যের পথ ধরে চলেছে তারা। প্রথমে বাঘু মুর্মু, তার পিছনে বিট বাবু, কলকাতাআগত তিন প্রতিনিধি সবশেষে ল াঠি হাতে দুখিয়া।
সকালের নেমে আসা জমাট কুয়াশা এখনো গাছের ছায়ায় লুটিয়ে রয়েছে। গত রাতের শিশিরপাতে শুকনো পাতার ওপর পদধবনি এখনও তেমন মুখরিত হচ্ছে না। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে ভোরের আলো নেমে এসে পাখপাখালির ড াকের সঙ্গে মিলে মিশে লাল রঙেরশক্ত মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছে। বাঘু মুর্মু হাঁটছে যে স্বপ্নের ভিতর, যে তার নিজের শবযাত্র ার হেঁটে যাচ্ছে সে।
বন ত্রমশঃ গভীরতর হচ্ছে, সামান্য এক চিলতে পায়ে হাঁটা পথ ছাড়া আর একটুও জমি দেখা যাচ্ছে না। এই উজ্জল সক ালেও সমস্ত বনাঞ্চল যেন সন্ধ্যার প্রহেলিকায় ঢাকা।
বিটবাবু বলে উঠলেন বাপ রে! এতদিন জঙ্গলে আছি এই দিকটায় যে এত গভীর জঙ্গল কোনদিন জানতে পারতাম কিনা কে জানে।
একটু দূরে লতাগুল্ম পরিকীর্ণ টিলার মত উঁচু জায়গা দেখা যাচ্ছে। সমস্ত টিলাটা ঘন আঁতাড়ি ঝোপে ঢাকা। সাদা সাদা আঁতাড়ি ফুলে আলো হয়ে আছে চুতর্দিক, সামনে ঘন প্রাচীন শালের ঠাস বুনুনি অরণ্য। তার সামনে খানিকটা নিকানো টকটকে লালমাটি, বড় বড় নুড়ি পাথরের স্তূপ চতুর্দিকে। সব মিলিয়ে যেন মায়া সভ্যতার হারানো অলীক।
দুখিয়া দৌড়ে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল ফাঁকা জায়গাটার ওপর। কেউ খেয়াল করেনি সঙ্গে একট ছোট মুরগী এনে ছিল, এক টানে তার মুন্ডুটা ছিঁড়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ছড়িয়ে দিতে লাগলো চতুর্দিকে। আবার একটা গড় করে ফিরে এল দলে। বিট বাবু বললেন এটা সাঁওতালদের জাহীর থান।
বাঘু এইখানে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বলল -- বাবু, তোরা সব এইখানে দাঁড়া। কেউ এগুয়াস না, আমি ডাকলে তবে যাবি। দলের সবাই বুঝ এই সেই জায়গা। রিপোর্টাররা ক্যামেরা রেডি করার দিকে মন দিলেন। দু একটা ছবিও উঠতে লাগল অরণ্যের।
এগিয়ে গেল বাঘু। জাহীর থানের ফাঁকা চাতাল পেরিয়ে ও এখন ঢুকে যাচ্ছে ঘন অন্ধকার ঝোপের ভিত। হঠাৎ বাঘুর তীব্র আর্তনাদে চমকে উঠল সবাই। দুখিয়া ছুটলো তার খোঁজে সেই ঘন ঝোপের ভিতর। একটু পরেই বাঘুর শরীরটাকে কাঁধের ওপর ফেলে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে আসছে দুখিয়া। চিৎকার করছে সামনে। বাঘুর কপালে বিশাল ক্ষত। সারা কপালটা যেন ফেটে চৌচির। গোঁঙাতে গোঁঙাতে কোন মতে ক্ষতস্থান চেপে আছে বাঘু। অঝোরে রক্ত ঝরে পড়ছে। আতঙ্কে উত্তেজনায় সবাই স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছে।

জাহীর থানে বাঘুকে শুইয়ে দিয়ে, কি একটা গাছের পাতা দুহাতের তালুতে দলে নিয়ে ক্ষতস্থানে লাগালদুখিয়া। নিজের পরণের পাঁচহাতি কাপড়টার বেশ খানিকটা ছিঁড়ে ফেলে বেঁধে দিল মাথায়, তারপর বাপকে কাঁধের ওপর তুলে ছুটতে ল াগল অরণ্যপথ দিয়ে বলতে বলতে - বাপকে রাণীবাঁধেব হাসপাতালে লিয়ে যাচ্ছি সেলাই করতে হবেক।
মুহূর্তের মধ্যে আরম্ভ হল অঝোরে প্রস্তর বৃষ্টি, ঝাকে ঝাঁকে ছুটে আসা পাথরের আঘাতে আহত, বিমূঢ় হয়ে সবাই প্র াণপণে দুখিয়ার ফিরে যাওয়ার পথ অনুসরণ করে ছুঁটে চলল অরণ্যের বাইরে।
বিটবাবু চিৎকার করে ডাকলনে দুখিয়াকে - দুখিয়া দাঁড়া, জঙ্গলের জিপ নিয়ে হাসপাতালে যেতে হবে নইলে দেরি হয়ে য াবে অনেক।
হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছে বাঘু। সতেরটা সেলাই পড়েছে, রক্ত দিতে হবে। জ্ঞান ফিরেছে বাঘুর। রিপোর্টাররা তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। কি কষ্ট হচ্ছে বাঘু ?
---না বাবু, কোন কষ্ট নাই।
---আচ্ছা, তোমাকে এমন করে কে মারলে বলতো ?
বাঘু চারদিক খুঁজে পটার মুখের দিকে তাকায় -- হাসে।
---মারেনি তো বাবু, লড়াই করেছে। ভুলুক রক্ষার লড়াই।

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com